আনিসুল হকের নির্বাচনী ইশতেহার

পরিচ্ছন্ন-সবুজ-আলোকিত-মানবিক ঢাকা
এবার সমাধানযাত্রা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
আসসালামু আলাইকুম।
শুরুতেই আমি ৩০ লাখ শহীদ ও সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের মধ্য দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করছি।

পাশাপাশি আপনারা জানেন, দু'দিন পরেই দেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব বাংলা নববর্ষ। আমি আপনাদের মাধ্যমে ঢাকা উত্তরের সকল নাগরিকদের জানাচ্ছি বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

প্রিয় বন্ধুগণ,
আপনারা জানেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে আমি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। এই নির্বাচনে যারা মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আমি আশাবাদী, আমরা সবাই মিলে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ ঢাকা গড়ে তুলতে পারবো।

৪০০ বছরেরও বেশি পুরানো ঐতিহাসিক এই শহর। যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিনির্মাণের গল্প। ঢাকা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর পূর্ণ রাজধানী হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এরপর শুধু সামনের দিকে এগিয়েছে ঢাকা। গত সাড়ে চার দশক ঢাকাকে কেন্দ্র করে এবং ঢাকার নেতৃত্বেই বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশ। ফলে বিশ্বের যে কোন শহরের তুলনায় ঢাকায় জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে অনেক অনেকগুণ বেশী। বর্তমানে ঢাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। যেখানে লন্ডন শহরে একই আয়তনে বাস করে মাত্র ৩২০০ মানুষ।

বন্ধুরা,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের কাতারে দাড়াতে চায় বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির এই যাত্রাতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের শহর ঢাকা। অথচ এই শহরটিই কি-না বিশ্বে বসবাসের সবচেয়ে অযোগ্য শহরের একটি। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের এমন খবর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ভবিষ্যত্ প্রজন্মের জন্য টেকসই ও সৃষ্টিশীল শহর নির্মাণ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই।

বর্তমান সরকার গত ৬ বছরে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে বহু কাজ করেছে। আরো বহু কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বনানী-মিরপুর ফ্লাইওভার, ভূর্গস্থ স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ, নতুন সড়ক নিমার্ণ সহ বহু কাজ হয়েছে। মেট্রোরেল, এলিভিটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, মগবাজার ফ্লাইওভার সহ আরো বেশী কিছু উন্নয়ন প্রকল্প চলছে। বর্তমান সরকারের নেয়া এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পুরো ঢাকার চেহারা বদলে যাবে। ঢাকাবাসী হিসেবে আপনারা গর্ব বোধ করবেন। এরপরও এই শহরে আরো বহু সমস্যা বিদ্যমান। যা সমাধানে প্রয়োজন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। যিনি জনগণ ও সরকারের হয়ে নাগরিকদের এসব সমস্যার সমাধান করবেন।

প্রতিটি শহর নিমার্ণের পেছনে একটি দর্শন থাকে বা থাকা জরুরি; যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নাগরিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মানবিকতা, জীবনাচরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও শহরটির ভবিষ্যত্। গত প্রায় সাড়ে চার দশকে, ঢাকাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ দিকটায় খুব বেশী দৃষ্টি দেয়া হয়নি। আর এই ত্রুটি নিয়েই প্রতিদিন বড় হচ্ছে ঢাকা। জনগণ যদি আমাকে নির্বাচিত করে, তবে প্রথমেই ঢাকা উত্তরকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রয়াস নেবো। শহর বিনির্মাণে আমাদের দর্শন হচ্ছে গরীব-ধনী সকলের জন্য মানবিক এক ঢাকা। যেখানে নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে সবকিছুর ওপরে। মানুষের অধিকার থাকবে সুরক্ষিত।

আরেকটি বিষয় হলো শহরের প্রতি মালিকানাবোধ, শহরকে পরিবার বা বাড়ির মতো করে দেখতে পারাটা আমার কাছে খুবই জরুরী। আমি এভাবেই ভাবি। আর ভাবি বলেই ঢাকা আমার কাছে আলাদা কিছু নয়। আমি, আপনি আমরা- এই আমরাই ঢাকা।

বন্ধুরা,
গবেষণা বলছে, যে কোন শহর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সড়ক থাকার কথা, ঢাকায় আছে মাত্র ৮ শতাংশ। শহরের মোট ভূখন্ডের ২৫ শতাংশে সবুজ বনায়নের কথা থাকলেও, ঢাকায় এ হার মাত্র দশমিক ৩ শতাংশ। অপরিকল্পিত নগরায়নই এর প্রধান কারণ। আপনারা জানেন, নগরায়নের চাপে থাকা আমাদের এই শহর মারাত্মক পরিবেশ, প্রতিবেশ, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে আছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সঠিক নেতৃত্ব এবং শহরের পরিবেশ-অবকাঠামোগত দক্ষতা ও সুযোগ বৃদ্ধি করা। উন্নয়নের প্রশ্নে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা।

কোনো সন্দেহ নেই, ঢাকার (উত্তরের) সমস্যা বেশি। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবন বা কার্যালয় নেই, জমি নেই, পর্যাপ্ত অর্থ নেই। তবে পরিশ্রমী, সৃষ্টিশীল, উদ্যমী ও স্বপ্নকাতর নগরবাসী আছে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা। রাতারাতি ঢাকা হয়তো ব্যাংকক সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে না। তবে, জনগণের সহযোগিতায় ঢাকা উত্তরকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও সচল রাখা সম্ভব।

বন্ধুরা,
ঢাকা অনেকাংশে নোংরা শহর, বেশী মানুষের শহর, দূষণের শহর, ট্রাফিক জ্যামের শহর, কিছুটা অনিরাপদ ও অনিশ্চয়তার শহর। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ঢাকা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর, আবেগের শহর, স্নিগ্ধতার শহর, লড়াই সংগ্রাম-প্রতিবাদের শহর, অর্জনের শহর, গৌরবের-গর্বের শহর, ভালোবাসার শহর। ঢাকা উত্তর আমাদেরই শহর, ফলে এই শহর নিয়ে তো আমাদেরই ভাবতে হবে। আমাদেরই গড়তে হবে। যেমন করে এক সময়ের ভবিষ্যৎহীন জাকার্তা, ম্যানিলা, কলম্বিয়ার বোগোটা শহরকে তাদের মেয়ররা নতুন করে গড়ে তুলেছেন। তারা পারলে আমরা কেনো পারবো না? তারা যেহেতু পেরেছে আমরাও পারবো ইনশাল্লাহ।

প্রিয় ভাই-বোন-বন্ধুরা,
যদি আমরা সবাই উদ্যোগী হই, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করি, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে শহর বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করি, তবে অবশ্যই উত্তর ঢাকায় বহু দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবেই। যার নেতৃত্বে থাকবে জনগণ, আমি তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি নাগরিকদের কাছ থেকে জানতে চাই, শুনতে চাই, শিখতে চাই। জানাতে ও দেখাতে চাই, আমরা যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি।

আইনে, ২৮ ধরনের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলেও মেয়রের আইনী কর্তৃত্বের অভাব আছে। অন্যদিকে নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করতে মেয়রকে সরকারের বিভিন্ন (৫৬টি) সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। সিটি কর্পোরেশন এবং

এসব সংস্থা একসঙ্গে সক্রিয় হলেই কেবল সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা দেয়া সম্ভব। দক্ষ সমন্বয়ের অভাব আছে সংস্থাগুলোর মধ্যে। ঢাকার নাগরিকরা আমাকে নির্বাচিত করলে, সংস্থাগুলোর মধ্যে সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বন্ধুরা,
আইনী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একজন মেয়র তার ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য দিয়ে নগরের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আমার লক্ষ্য নির্দিষ্ট, পরিকল্পনা স্বচ্ছ, ভবিষ্যত উজ্জল। জানি কীভাবে প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করতে হয়, সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হয়। জীবন থেকে অর্জিত এসব অভিজ্ঞতা আমি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চাই। আমি নগরীর পিতা নয়, নাগরিকদের বন্ধু হতে চাই। নগর পিতা শব্দটির মধ্যেই এক ধরনের নিঃসঙ্গ, কর্তৃত্ববাদী শাসকের ইমেজ ফুটে। মেয়র বলতে আমি বুঝি, মেয়র হচ্ছেন সব শ্রেণীর নাগরিকদের সেই প্রতিনিধি, যিনি নাগরিকদের হয়ে শহরে সমতা, কল্যাণ আর ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন।

প্রিয় ভাইবোনেরা,
ঢাকার সমস্যা ও সমাধান জানতে ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নাগরিক, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, নগর বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। সেমিনারে অংশ নিয়েছি। ৭৪ হাজার ৪৮৬ জন মানুষের ওপর জরিপ হয়েছে। যার ফলাফল অচিরেই আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। অনলাইনে লাখ লাখ মানুষের সুনির্দিষ্ট মতামত, পরামর্শ এসেছে। নির্বাচিত হলে যার অনেক কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব। নগরবিদদের মতো আমারও আকাংখা 'সুন্দর সমৃদ্ধ ঢাকা।' বিশেষজ্ঞ মতামত ও জরিপের কারণে এখন আমি এই শহরের প্রতিটি সমস্যা ও তার সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সমাধান সম্পর্কে সচেতন। যেসব সমস্যা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে, তা সমাধানে স্বল্প-মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পরিকল্পনাও করেছি আমরা। জনগণ নির্বাচিত করলে, ৫ বছরের মধ্যে ঢাকা উত্তর নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাগরিকদের সামনে দৃশ্যমান হবেই এ আমার প্রতিশ্রুতি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
আমি আপনাদের মাধ্যমে নাগরিকদের পরিস্কার করে জানাতে চাই, দুর্নীতির সঙ্গে আমার চিরকালের শত্রুতা। এ বিষয়ে আমি কোন আপস করবো না। অতীতে করিনি, ভবিষ্যতেও করবো না এ নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি। নির্বাচিত হলে সিটি কর্পোরেশনের সব সেবা পর্যায়ক্রমে হবে দুর্নীতিমূক্ত। নাগরিকদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটিকে পেশীশক্তি, মাস্তানী, অনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

আমার প্রতীক 'টেবিল ঘড়ি'। আমি নগরবাসীকে অনুরোধ জানাই, আমাকে ভোট দিন। আপনার স্বপ্নের শহর গড়তে টেবিল ঘড়ি মার্কায় ভোট দিন। আপনি জিতলে আমি জিতবো। আমাদের এই সমাধান যাত্রায় আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবে ঢাকা উত্তর।

পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ঢাকা:
'নাগরিকের সুস্বাস্থ্য' নগর ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি। পরিচ্ছন্ন ও সবুজের সঙ্গে নাগরিকের স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত। স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত সরাসরি উৎপাদন ও উন্নয়নের সম্পর্ক। তাই সবার আগে নিশ্চিত করতে চাই পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং পরিবেশবান্ধব ঢাকা উত্তর।

আমরা যা করতে চাই:
- রাস্তাঘাট, বাসা-বাড়ি নির্মাণ এবং নগর পরিকল্পনায় সবুজকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সবুজ ঢাকা গড়ে তুলতে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পিত বনায়ন করা হবে। বাড়িভিত্তিক সবুজায়ন উৎসাহিত করা হবে।

 নগর পরিকল্পনায় পরিবেশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। নগরায়ণ হবে পরিবেশ বান্ধব। জল, জমি, বায়ু, শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়া হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে ব্যাপক প্রচারনা চালানো হবে। পাশাপাশি 'শব্দসীমা' বিষয়ে প্রণীত আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অধিদফতর ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা

 শহরের ভেতরের পার্ক, মাঠ ও উন্মুক্ত স্থান চিহ্নিত করা হবে। বেদখল পার্ক, মাঠ, উদ্ধার করে শিশু/তরুণ/তরুণীদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার উপযোগী করে নির্মাণ করা হবে। পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলোকে ঘিরে পরিকল্পিত বৃক্ষায়ণ করা হবে।

 এলাকাভিত্তিক জলাবদ্ধতা দূরীকরণে স্থানীয় এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সাপেক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে। পাশাপাশি জলবদ্ধতা নিরসনে নিয়মিত এবং বিশেষভাবে বর্ষা মৌসুমের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) পূর্বেই ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হবে।

 নগরে সড়ক খননের ক্ষেত্রে (জরুরি পরিস্থিতি বাদে) সেবাদানকারী সব সংস্থাকে খননের কাজ সমন্বিতভাবে শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) শেষ করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। একইভাবে জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 ড্রেন পরিষ্কারে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির বাহন আনা হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে ড্রেন থেকে ময়লা পরিস্কার করা হয় ধীরে ধীরে তেমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ড্রেনগুলো সচল রাখতে সচেতনতা ও স্থানীয় উদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হবে।

 আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য। নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও দাতাদের সহায়তা নেয়া হবে।

 ময়লা, আবর্জনা, দুর্গন্ধ থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে পর্যায়ক্রমে সড়ক থেকে ময়লার ভাগাড়গুলো (ডাস্টবিন) সরিয়ে নেয়া হবে। এর পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক ময়লা সংরক্ষণ (ডাম্প) কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

 গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাসা-বাড়িতে তিন রঙ্গের বিন (ময়লা রাখার পাত্র) সরবরাহ করা হবে। যেখানে নগরবাসী জৈব, লোহা ও প্লাষ্টিক জাতীয় বর্জ্য আলাদা বিনে সংরক্ষণ করবে। পাশাপাশি প্রধান সড়কগুলোর দু'পাশে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আলাদা বিন বসানো হবে।

 বর্জ্য উৎপাদন কমাতে নাগরিক আন্দোলন বা সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেয়া হবে। বর্জ্য রিসাইকেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও সারের মতো সম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হবে।

 বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত থেকে আচ্ছাদিত পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া হবে। সড়কের ধুলো-বালি ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে যান্ত্রিক ভ্যাকুয়াম ট্রাক ক্রয় ও ব্যবহার করা হবে।

 শহরের ভেতরের লেকগুলোতে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে। লেকগুলোর উভয় পাড়ে হাঁটার পথ ও সুশোভিত বৃক্ষরাজির সমাহার ঘটানো হবে।

 নতুন বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি বৃক্ষরাজির যথাযথ পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃক্ষ বিরোধী ক্ষতিকর কার্যক্রমের বিরুদ্ধে (গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন, উন্নয়ন অজুহাতে বৃক্ষনিধন, বৃক্ষের গোড়া পাকাকরণ ইত্যাদি) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরাপদ স্বাস্থ্যকর ঢাকা:

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ শহরে আসে জীবিকার আশায়, আর এসে স্থায়ীভাবে থেকে যায় উন্নত ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায়। উন্নত ও সুন্দর জীবনের জন্য সবার আগে প্রয়োজন নিরাপদ স্বাস্থ্যকর নগর।

আমরা যা করতে চাই:

 মশার উৎপাত ঢাকা উত্তরের নাগরিকদের অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যার একটি এবং এটি সংক্রামক ব্যধিরও কারণ। তাই মশক নিধন কর্মসূচী হিসেবে শহরের ভেতরের সব ড্রেন, নালা ও মশা উৎপাদিত হয় এমন জায়গাগুলোতে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে।

 ফরমালিনমুক্ত ও নিরাপদ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্বাস্থ্যহানিকর খাবার ও ভেজালের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন বাজারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 আরবান হেলথ কেয়ার বা নগর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্প-নিম্ন আয় ও বস্তিবাসী নাগরিকদের জন্য সুলভে চিকিৎসা দেয়া হবে। নগর স্বাস্থ্যসেবা আরো প্রসারিত করা হবে।

 নগরীর ৫টি জোনে নারী সহ সকলের জন্য আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হবে।

 ‘অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা’র ওপর ভিত্তি করে কলকারখানার দূষণ কার্যক্রম পরিশীলিতকরণ, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কাজকে যথাযথকরণ, দূষনকারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা কার্যক্রম নেয়া হবে।

 নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে অনলাইনের আওতায় আনা হবে।

 নগরীর অবহেলিত উন্মুক্ত স্থানসমূহ সবুজায়নের পাশাপাশি ‘সূর্যোদয়ের পূর্বেই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম’ নিশ্চিতকরণ, শীতের শুকনো দিনগুলোতে সড়কে ও সড়কের পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজিতে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে ধুলা-বালি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে আধুনিকীকরনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

 মাদক ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 ঢাকা উত্তরের সড়কগুলোকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে।

 উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সব স্কুলে হেলথ প্রোগ্রাম চালু করা যাবে।

 দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে নির্মাণাধীন ভবনের ওপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে।

 প্রতিটি সড়কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। নিয়মিত ভিত্তিতে কর্পোরেশন সড়কগুলো মনিটরিং করবে। ক্ষতিগ্রস্থ সড়কগুলো সবসময় তদারক এবং সংস্কার করা হবে।

 নকশায় প্রতিবন্ধীদের চলাচল উপযোগী র‍্যাম্প না থাকলে নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হবে না।

 ফুটপাতকে নীচু করা হবে, ফুটপাত হোলগুলোকে বন্ধ করা হবে। নারী-শিশু- প্রতিবন্ধীদের চলাচল উপযোগী করা হবে।

 ঢাকা উত্তরের জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় থানাগুলোর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবে সিটি কর্পোরেশন।

সচল ঢাকা:

নাগরিক জীবনের প্রধান সংকটের নাম ‘যানজট’। শুধুমাত্র যানজটের কারণে নগরবাসীর প্রতিদিন ৮০ লাখ কর্মঘন্টা নষ্ট হয়। সড়কে অব্যবস্থাপনা, চালকদের সচেতনতার অভাব, যত্রতত্র পার্কিং, সিগনাল না মানা, ব্যক্তিগত পরিবহনের আধিক্যকে যানজটের প্রধান কারণ ধরা হয়। যদিও যানজট নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা সীমিত। এ কাজটি মূলত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি)। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমন্বয়ের পাশাপাশি উন্নত ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে ঢাকাকে সচল-গতিময় ও উৎপাদনমুখর রাখা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা এমন একটি গণপরিবহন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি যার মাধ্যমে নাগরিকরা নগরের ভেতরে দ্রুত ও সহজে চলাচল করতে পারবে। যেখানে সড়ক হবে পরিবহনের, ফুটপাত হবে নাগরিকের।

আমরা যা করতে চাই:

- যানজট কমাতে শহরের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে কয়েকটি সংযোগ সড়ক করা হবে। মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সরকারের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা নেয়া হবে।
- শহরের ভেতরে চলাচলকারী যানের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড (ষ্টান্ডার্ড) ঠিক করবে সিটি কর্পোরেশন। সুন্দর ও উন্নত নগরবান্ধব বাস ক্রয়ে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশন পরিবহন মালিকদের প্রণোদনা দেবে।
- ঢাকা উত্তরের সঙ্গে নিকটবর্তী ও পাশ্ববর্তী শহরগুলির নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে। রাস্তাগুলোকে সচল রাখতে ব্যাপক হারে কমিউনিটি পুলিশ নিয়োগ দেয়া হবে।
- গণপরিবহনের ওপর চাপ কমাতে এবং নিকটতম যোগাযোগের জন্য বাইসাইকেল উৎসাহিত করা হবে। নগর পরিকল্পনায় সড়কে সাইকেল চলাচল উপযোগী লেন তৈরিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- হাঁটার জন্য নগরবাসীকে উৎসাহিত করা হবে। সকল সড়ক সংলগ্ন ফুটপাত পথচারী-বান্ধব করার লক্ষ্যে প্রশস্ত, বৃক্ষ ও ছাউনিসমৃদ্ধ করা হবে।
- ফুটপাতকে পথ ব্যব্যবসায়ীবান্ধব (হকার) কিন্তু পথচারী ‘চর্চা’কে প্রাধান্য দিয়ে একটি পরস্পর নির্ভরশীল ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে।
- সিগন্যাল ব্যবস্থায় পথচারীদের প্রাধান্যতা দেয়ার পাশাপাশি সবার সহজগম্যতা নিশ্চিত করতে (জেব্রা ক্রসিং, পথচারী সংকেত ইত্যাদি) ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বাস, ট্রাক, মোটরচালিতসহ সব যান (সিএনজি, ট্যাক্সি) চালকদের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ও ছবিসহ পরিচয়পত্র সরবরাহ করবে সিটি কর্পোরেশন। সড়কগুলোতে লেন তৈরি করা হবে এবং নির্দিষ্ট লেন ব্যবহারের জন্য চালকদের উৎসাহিত করা হবে।
- উত্তর-দক্ষিণের নাগরিকদের মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াতের জন্য রেল মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় ডেমু অথবা শাটল ট্রেন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।
- নিরাপদ ও পরিকল্পিত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে (গুলশান-বনানী, মিরপুর, তেজগাঁও ও উত্তরা এলাকায়)।
- নগর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নারীদের জন্য বিভিন্ন রুটে বাস চালু করা হবে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নেয়া হবে। প্রতিবন্ধী নাগরিকদের উপযোগী বাস ও ফুটপাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।
- ফুটপাত হোলগুলো বন্ধ করা হবে।

মানবিক উন্নয়নের ঢাকা:
শহরের দুটি দিক থাকে, একটি হচ্ছে ফাংশনাল বা কার্যকরী অন্যটি হচ্ছে ভিজ্যুয়াল বা বাহ্যিক রূপ। কার্যকরী ব্যবস্থার দিক থেকে শহরে জাতীয় আদর্শাবলির প্রতিফলন থাকা দরকার। বাংলাদেশের নগর পরিকল্পনার মূল দার্শনিক ভিত্তি মানবিক মূল্যবোধ হলেও, ঢাকা দিনে দিনে রুঢ় ও রুক্ষ হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয় এই শহরের স্নিগ্ধতা, মমতা। অথচ মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই শহরের কর্মসংস্থান নীতি, গৃহসংস্থান নীতি, যানবাহন-যোগযোগ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বণ্টন পরিকল্পনা হওয়া উচিত ছিলো। আমরা বিশ্বাস করি, মুষ্টিময়ের জন্য সুন্দর শহরের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মানবিক শহর বানানোতেই ঢাকার ভবিষ্যত নিহিত।

আমরা যা করতে চাই:
- ঢাকা উত্তর হবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান উপযোগী নগরী। [নগর পরিকল্পনায়, প্রকল্প নির্বাচন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ, পিপিপি ও মানবিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।]

- কর্মজীবী মায়েদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে ৩৬টি ওয়ার্ডে একটি করে আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার কাম প্রিস্কুল করা হবে।
- প্রতিবন্ধী, শিক্ষার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ডিসকাউন্ট ও বিশেষ সেবা সম্বলিত 'সিটি কার্ড' প্রবর্তন করা হবে।
- শিক্ষা, চাকুরি বা অন্য প্রয়োজনে রাজধানীতে ঠাঁই নেয়া তরুণ-তরুণী-নারীদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিরাপদ ও আধুনিক কর্মজীবী হোস্টেল করা হবে।
- ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চায় একটি নাগরিক কেন্দ্র (সিভিক সেন্টার) করা হবে। জোনগুলোতে পর্যায়ক্রমে ৫টি সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণ করা হবে।
- এলাকাভিত্তিক লাইব্রেরি, সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চাকেন্দ্র তৈরি করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশন একটি অনুদান তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে। যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, এতিমখানা ও কমিউনিটির নানা উদ্যোগে অনুদান দেয়া হবে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা দেবার জন্য তাদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার উদ্যোগ নেবে সিটি কর্পোরেশন।
- ব্যাপকমাত্রায় কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির কর্মসূচি নেয়া হবে।
- স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বল্পমূল্যের বাসস্থান নির্মাণ করা হবে।
- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হবে।
- সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি রিক্রিয়েশন বা মিডিয়া সেন্টার করা হবে। পাশাপাশি আকর্ষণীয় আর্থিক মূল্যের 'সিটি কর্পোরেশন বেষ্ট রিপোর্টিং পুরস্কার বা এ্যাওয়ার্ড' চালু করা হবে প্রথম বছর থেকে। (পুরস্কারটি কোন শহীদের নামে প্রবর্তন করা হতে পারে।)
- ঢাকা উত্তরে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ করা হবে। কবরস্থান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন এবং অন্যান্য ধর্মামলম্বীদের উপাসনালয় নির্মাণে সহায়তা দেয়া হবে।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিবছর মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য হামদ, নাত ও কোরআন তেলোওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

স্মার্ট ও ডিজিটাল ঢাকা:

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ তরুণ। আর ঢাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩২ শতাংশ নতুন ভোটার। এই তরুণদের আলাদা ধর্ম আছে। তারা তাদের মতো করে থাকতে চায়, বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে চায়, নির্মল আড্ডার জায়গা চায়, নিজেদের কথা সবাইকে জানাতে চায়। বিশ্বকে নিজেদের মতো করে দেখতে ও দেখাতে চায়। নিজেদের তারা একটি স্মার্ট শহরের অধিবাসী হিসেবে দেখতে পছন্দ করে।

আমরা যা করতে চাই:

- আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নান্দনিকতার মিশেলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পরিবশেবান্ধব বা সবজু ভবন নির্মাণ করা হবে। যা হবে ঢাকা উত্তরের নাগরিকদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব ও চেতনার প্রতীক।
- নগরীর ভেতরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, বাস ষ্টপেজ, নারীদের জন্য বিশেষ বাসে বিনামূল্যে ওয়াই ফাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে একটি ই-লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- নাগরিক সমস্যা জানানো, সেবা সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-সমৃদ্ধ মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে।
- সকল সেবাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল করা হবে এবং ই-সেবা চালু করা হবে।

- শহরের ভেতরের লেকগুলোকে (গুলশান-হাতিরঝিল) বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। লেকের দুই পাড় ঘিরে বিদেশের মতো ফুডকোর্ট ও ওয়াকিং ওয়ে করা হবে। পার্ক ও লেকগুলোতে আলোকসজ্জা করা হবে।
- যত্রতত্র পার্কিং নিষিদ্ধ করা হবে এবং পুরো ব্যবস্থাকে শৃংখলার মধ্যে আনা হবে। ডিজিটাল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। অ-গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোয় ইজারার ভিত্তিতে লেনভিত্তিক গাড়ি পার্কিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ডিজিটাল নগর বুলেটিন বোর্ড করা হবে। যেখানে প্রতিনিয়ত ব্রেকিং নিউজ, শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, কর্পোরেশনের যাবতীয় তথ্য দেখানো হবে।
- মোবাইল লাইব্রেরির ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি কমিউনিটি সেন্টারের সঙ্গে আধুনিক লাইব্রেরি গড়ে তোলা হবে।
- নগরীর মানচিত্র বা সিটি ম্যাপ করা হবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় বড় মানচিত্র টানানো হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য আলাদা গাইড ম্যাপ বা নেভিগেশন ম্যাপ করা হবে।
- নাগরিকদের মনোনীত ৩৬ ওয়ার্ডের ৭২ জন সুনাগরিককে প্রতিবছর পুরস্কৃত করা হবে।
- নগরীর দর্শনীয় স্থান, এলাকাসমূহ বা 'উত্তর ঢাকা'কে আলোকিত নগরীতে পরিণত করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে সব নাগরিককে 'নাগরিক স্মার্ট কার্ড' দেয়া হবে। নাগরিকরা কার্ডের মাধ্যমে মাসিক, বাৎসরিক ট্রেন-বাসের টিকেট ক্রয় করতে পারবে, সব ধরনের বিল পরিশোধ করতে পারবে। পাসপোর্ট, সনদ গ্রহন সহ বিভিন্ন কাজে স্মার্ট কার্ডকে উৎসাহিত করা হবে।
- তরুনদের জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

অংশগ্রহণমূলক ও সুশাসিত ঢাকা:

জনগণের অংশগ্রহণ-নেতৃত্ব ও মতামত ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান সত্যিকারের জনগণের হয়ে ওঠে না বলে আমি বিশ্বাস করি। সিটি কর্পোরেশন জনগণের প্রতিষ্ঠান যার দ্বায়িত্বই হচ্ছে জনগণকে সেবা দেয়া। ফলে দক্ষ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক উত্তর সিটি কর্পোরেশন গড়ে তুলতে চাই আমি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মানের সেবা আর সুশাসন।

আমরা যা করতে চাই:

- গ্যাস-পানি-বিদ্যুত কোনোটিই সিটি কর্পোরেশনের সেবার আওতাধীন নয়। কিন্তু এগুলো হচ্ছে নাগরিকদের মৌলিক সেবা। আমি জানি ঢাকা উত্তরের অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ-পানি ও গ্যাসের সংকট আছে। যা মোকাবেলায় তিতাস, ওয়াসা, ডেসকো কাজ করছে। উত্তর ঢাকার নাগরিকদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সেবাদানকারী এই ৩ প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি 'ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস মিটিগেশন সেল' করতে চাই। কোনো এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই এই সেল দ্রুত সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।
- সিটি কর্পোরেশন হবে দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতি বন্ধে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হবে।
- সকল দরপত্রের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- নাগরিক সেবা, অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানে ২৪ ঘণ্টা হটলাইন চালু করা হবে। যেখানে ফোন করে নগরবাসী তাদের অভিযোগ, পরামর্শ ও মতামত জানাতে পারবে। সপ্তাহে/ মাসে একদিন মেয়রের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে পারেন।
- একটি 'নগর তথ্য কেন্দ্র' খোলা হবে। যেখানে নগরবাসী তার প্রতিটি সেবার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।
- ওয়ার্ড ওয়ার্ডে সভা ও কেন্দ্রীয়ভাবে নগরসভা করা হবে। নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- নগর উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল বা পরামর্শক কমিটি করা হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের আগে নাগরিকদের মতামত নেয়া হবে।
- নগরীতে সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থাগুলোর মধ্যে দক্ষ সমন্বয় গড়ে তোলা হবে এবং ঐসব সংস্থাগুলোর সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ডিএনসিসি'র নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র:

http://amradhaka.com/democratic-dhaka/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%87%E0%A6%B6.html